

২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে আয়করের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সমূহঃ

• আয়কর হার সম্পর্কিত প্রস্তাবঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য ব্যক্তি ও কোম্পানী শ্রেণীর আয়করের হার বিদ্যমান ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ন্যায় বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সর্বনিম্ন আয়করের হার ২ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ৩ হাজার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যক্তিশ্রেণীর কর দাতার জন্য প্রযোজ্য কর হার নিম্নরূপঃ

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ----	শূন্য
(খ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -----	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে, মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ২, ০০,০০০/- টাকা। এছাড়া প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ২, ৫০,০০০/- টাকা।

কোম্পানী শ্রেণীর করদাতাদের আয়করের হার বিদ্যমান ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ন্যায় বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে তবে অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মার্চেন্ট ব্যাংকের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে শুধুমাত্র ২০১২-২০১৩ কর বছরের জন্য আয়করের হার হ্রাস করে ৪২.৫ শতাংশের স্থলে ৩৭.৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

• Voluntary Disclosure of Income সংক্রান্তঃ

অতীতের যে কোন সময়ের অপ্রদর্শিত আয় করদাতাদের আয়কর রিটার্নে স্বেচ্ছায় ঘোষণা দেয়ার বিধান আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এ বিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- যে খাতের আয় অতীতে গোপন করা হয়েছিল, সেখাতেই আয় প্রদর্শনযোগ্য;
- যে বছরে এ আয় ঘোষিত হবে, সেই বছরের মোট আয়ের সাথে এ আয় যুক্ত হবে এবং সাধারণ হারে করারোপিত হবে;
- অপ্রদর্শিত আয়ের উপর প্রদত্ত করের ১০% হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপিত হবে;
- এ বিধানের ফলে অতীতের যে কোন বছরের অপ্রদর্শিত আয় ২০১২-২০১৩ করবর্ষ বা পরবর্তী করবছরে প্রদর্শনযোগ্য হবে;
- তবে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের আয়কর মামলা পত্র উন্মোচন করা হলে বা করদাতার ব্যাংক হিসাব তল-শীল জন্ম পত্র প্রেরণ করা হলে বা করদাতার আয় গোপনের অভিযোগে prosecution এর মামলা করা হলে এ বিধানের সুযোগ গ্রহণ করা যাবে না।

• পুঁজিবাজার সংক্রান্তঃ

(ক) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের উপর ১০% হারে কর প্রদান সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সাথে বিনিয়োগকৃত অর্থ সম্পর্কে নির্ধারিত ফরমে আগামী ১৫ জুলাই, ২০১৩ এর মধ্যে ঘোষণা প্রদান করতে হবে এবং জুলাই, ২০১২ থেকে ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বিনিয়োগকৃত অর্থ ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে রাখতে হবে;

- (খ) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে কোম্পানীকে উৎসাহিত করা এবং কোম্পানীর মালিকানায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তর করলে কোন কোম্পানীকে কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিশোধিত মূল ধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার IPO এর মাধ্যমে offload করলে সংশ্লিষ্ট বছরে কোম্পানী প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০ শতাংশ হারে কর রেয়াত প্রাপ্ত হবে;
- (গ) করদাতাদের করদায় লাঘব করার লক্ষ্যে যে কোন কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড সর্বমোট ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **আর্থিক খাত ও কোম্পানীর হিসাব ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়নে প্রস্তাবঃ**

- (ক) যে কোন খাতে ৫০ হাজার টাকার অধিক অর্থ পরিশোধকালে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।
- (খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোন গ্রাহকের হিসাবে সুদ প্রদানকালে টিআইএন না থাকলে প্রদেয় সুদের উপর বিদ্যমান ১০% এর পরিবর্তে ১৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- (ছ) পোস্ট পেইড বা প্রি-পেইড মোবাইল বিলের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **কর অবকাশ সুবিধা/হাসকৃত হারে করারোপ সংক্রান্তঃ**

- (ক) টোল সেতুকে ভৌত-অবকাঠামো হিসেবে বিবেচনা করে বিদ্যমান ক্রমহাসমান হারে ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- (খ) দেশের যে কোন স্থানে বায়ো-ফার্মিলাইজার ও পেট্রো-কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রমহাসমান হারে উন্নত/অনুন্নত এলাকায় অবস্থানভেদে ৫/৭ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- (গ) ০১/০৭/২০১২ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত সময়বৃত্তে নতুন সিনেমা হল বা সিনেপে-ক্স স্থাপিত হলে এবং বাণিজ্যিক প্রদর্শনী শুরু হলে এলাকাভেদে ৫/৭ বছরের জন্য ক্রমহাসমান হারে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- (ঘ) ৩০/০৬/২০১৫ এর মধ্যে স্থাপিত ও বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে এরূপ ধানের কুড়া থেকে তৈল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কে এলাকাভেদে ৫/৭ বছরের জন্য ক্রমহাসমান হারে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- (ঙ) ভুট্টা ও সুগারবিট উৎপাদন থেকে উদ্ভূত আয়কে ৫০% কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- (চ) সরকারী ও বেসরকারী ইপিজেড এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এলাকাভেদে ৫/৭ বছরের জন্য ক্রমহাসমান হারে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে; এবং
- (ছ) তথ্য প্রযুক্তি খাতে সহায়তা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন ও Information Technology Enabled Services (ITES) খাতের আয়ের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির মেয়াদ জুন, ২০১৩ এর পরিবর্তে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা করা হয়েছে।

● **রিয়েল এস্টেট খাত ও জমি বিক্রয় সংক্রান্তঃ**

- (ক) ল্যান্ড ডেভেলপার কোম্পানী কর্তৃক যে কোন জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ঢাকা, চট্টগ্রামসহ ঢাকার আশেপাশের জেলাগুলিতে ৫% এবং অন্যান্য এলাকায় ৩% করা হয়েছে।
- (খ) অন্যান্য জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজউক ও সিডিএ তে ৩%, ঢাকার আশেপাশের জেলাগুলিতে ২% এবং অন্যান্য এলাকায় ১% হারে উৎসে কর কর্তনের হার নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **অনুদান/CSR সংক্রান্তঃ**

- (ক) প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর আওতায় গঠিত তহবিলে কোম্পানী শ্রেণীর করদাতা কর্তৃক আয়ের ২০% বা সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা এবং ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাগণ কর্তৃক আয়ের ২০% বা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত অনুদান খরচ হিসেবে অনুমোদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- (খ) কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর ২০ টি খাতের পাশাপাশি (১) এইচআইডি/এইডস, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং (২) বিদেশে পাঁচার হওয়া থেকে উদ্ধারকৃত শিশু ও নারীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অনুদানের উপর আয়কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **কর ফাঁকি প্রতিরোধ ও ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত:**

- (ক) সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আয়কর ফাঁকির মামলা বিদ্যমান ৫ বছরের পরিবর্তে ৬ বছর পর্যন্ত পুনঃউন্মোচন করা; এবং
- (খ) আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা রোধকল্প আয়কর অধ্যাদেশে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর বিধান সম্বলিত একটি পৃথক অধ্যায় এবং বিধিমালা সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **উৎসে আয়কর সংগ্রহের পরিধি বৃদ্ধি এবং হারের যৌক্তিকীকরণ :**

- (ক) এক্সপোর্ট ক্যাশ সাবসিডি়ির উপর সাধারণভাবে ৩৭.৫% হারে করারোপনের পরিবর্তে ৫% হারে উৎসে কর কর্তনপত্র চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়েছে;
- (খ) নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টসসহ ৮ টি খাতে রপ্তানীমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ০.৬০% এর পরিবর্তে ১.২০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে;
- (গ) অন্যান্য রপ্তানীর ক্ষেত্রেও উৎসে কর্তিত এ করের হার ০.৭০% এর পরিবর্তে ১.২০% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে;
- (ঘ) আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আই.জি.ডিবি-উ) সার্ভিস এর প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১% হারে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে আই.জি.ডিবি-উ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- (ঙ) মোবাইল বিলের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। পোস্ট-পেইড মোবাইল গ্রাহকের ক্ষেত্রে মোট বিলের উপর এবং প্রি-পেইড গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড কার্ড বিক্রি বা রিচার্জের সময় ২% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **ভ্রমণ কর সংক্রান্ত:**

ভ্রমণ করের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে " বিদেশ ভ্রমণ কর হার নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৪ " সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ভ্রমণ কর হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বিদ্যমান হার	প্রস্তাব
১	অন্যদেশে আকাশ, স্থল বা জলপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি সর্বোচ্চ ১০ (দশ) হাজার টাকা ভ্রমণ কর বাবদ আদায়ের বিধান আছে; দেশ ভেদে ভ্রমণ করের হার নিম্নরূপ :- আকাশ পথ:	ভ্রমণ করের হার নিম্নরূপভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে- আকাশ পথ: উত্তর/দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণাঞ্চল.....

ক্রমিক	বিদ্যমান হার	প্রস্তাব
	উত্তর/দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দ্বীপপ্রাচ্য..... ২৫০০/- সার্কভুক্ত দেশ..... ৮০০/- অন্যান্য দেশ সমূহ..... ১৮০০/- স্থল পথ: যে কোন দেশ৫০০/- জল পথ: যে কোন দেশ৮০০/- ১২ বছরের কম বয়সী যাত্রীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত হারের অর্ধেক। বিধি দ্বারা ভ্রমণ করের হার নির্ধারণ করার ক্ষমতা সরকারের আছে।	৩০০০/- সার্কভুক্ত দেশ..... ১০০০/- অন্যান্য দেশ সমূহ..... ২০০০/- ● ভ্রমণ করের অন্যান্য হার অপরিবর্তিত থাকবে; ● ভ্রমণ কর আইনে যাত্রী প্রতি কর হার নির্ধারিত আছে বিধায় বিধিতে কর হার নির্ধারণের ক্ষমতা প্রত্যাহার করা এবং এ সংক্রান্তে বিধান সংশোধন করা।

পরিশিষ্ট- 'ক'

**আয়কর হার
কর বছর-২০১২-২০১৩**

Income-tax Ordinance, 1984 এর section 2(46) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২(৪৬) প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক ব্যক্তি-করদাতা (অনিবাসী বাংলাদেশীসহ), হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি-সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ হইবে, যথাঃ-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ----	শূন্য
(খ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -----	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে, মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ২,০০,০০০/- টাকা। এতদ্ব্যতীত প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ২,৫০,০০০/- ;

আরও শর্ত থাকে যে, নূন্যতম করের পরিমাণ কোন ভাবেই ৩,০০০/- টাকার কম হবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন করদাতা যদি স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area) বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় (least developed area) অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হন এবং উক্ত কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবেন, যথাঃ-

<u>বিবরণ</u>	<u>রেয়াতের হার</u>
(অ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ১৫% এর অধিক, কিন্তু ২৫% এর অধিক নহে	সেই ক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫%;
(আ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ২৫% এর অধিক হয়	সেই ক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ১০%;

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে “সবচেয়ে কম উন্নত এলাকা (least developed area)” বা “স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area)” অর্থ Income-tax Ordinance, 1984 এর section 45 এর sub-section (2A) এর clause (b) এবং (c) এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সবচেয়ে কম উন্নত এলাকা (least developed area) বা স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area)।

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সে সকল করদাতা যাহাদের ক্ষেত্রে Income-tax Ordinance, 1984

অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারে (at the maximum rate) আয়কর আরোপিত হয়-

(১) “বাংলাদেশে যে কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অবস্থিত সেই কোম্পানী হইতে লব্ধ ডিভিডেন্ড আয় ব্যতীত অন্য” সর্ব প্রকার আয়ের উপর-

(ক) দফা (খ), (গ) ও (ঘ) তে বর্ণিত কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে ব্যতীত-

(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company-

উক্ত আয়ের ২৭.৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ publicly traded company যদি ২০% এর চেয়ে বেশী লভ্যাংশ প্রদান করে তাহা হইলে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ publicly traded company যদি ১০% এর কম লভ্যাংশ ঘোষণা করে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করে তাহা হইলে উক্ত publicly traded company এর কর হার হইবে ৩৭.৫%;

(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে, এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ Income-tax Ordinance, 1984 এর section ২ এর clause (২০) এর sub-clause (এ), (বি), (বিবি), (বিবিবি) ও (সি) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে-

উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানী উহার পরিশোধিত ম-লধনের ন-্যনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offerings (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানী উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;

- (খ) ব্যাংক, বীমা, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সম-হ (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত) এর ক্ষেত্রে -
- (গ) মার্চেন্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে -
- (ঘ) সিগারেট প্রস্তুতকারক কোম্পানীর ক্ষেত্রে-

উক্ত আয়ের ৪২.৫%;

উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;

উক্ত আয়ের ৪২.৫%;

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রত্যেকটি সিগারেট প্রস্তুত কারক কোম্পানী publicly traded company হলে সেক্ষেত্রে কর হার হবে ৩৫%।

- (ঙ) মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর ক্ষেত্রে

উক্ত আয়ের ৪৫%;

তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী যদি উহার পরিশোধিত ম-লধনের ন-্যনতম ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর বেশী থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করতঃ Publicly traded company তে রূপান্তরিত হয় সেক্ষেত্রে কর হার হইবে ৩৫%;

- (২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ১৯৪৭

সালের ১৪ আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত “ ত
ও পরিশোধিত পুঁজির উপরে ঘোষিত ও উক্ত আয়ের ২০%;
পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা
বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এইরূপ বিদেশী
কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাবাসন যাহা
Income-tax Ordinance, ১৯৮৪ এর
section 2 এর clause (২৬) এর sub-
clause (dd) অনুসারে লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য,
তাহার উপর প্রযোজ্য কর-

- (৩) কোম্পানী নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী
বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ ব্যক্তি শ্রেণীভুক্ত উক্ত আয়ের ২৫%;
করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "publicly traded company" বলিতে এইরূপ কোন পাবলিক
লিমিটেড কোম্পানীকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে
বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয় বৎসরের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয় বৎসর সমাপ্তির পূর্বে উক্ত
কোম্পানীটির শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ
(ধারা-----দ্রষ্টব্য)
সারচার্জের হার

এইরূপ ব্যক্তি-করদাতা (assessee being individual) যাহার Income-tax Ordinance,
১৯৮৪ (Ord. No. XXXVI of ১৯৮৪) এর section ৮০ অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায় ও খরচের
বিবরণী (statement of assets, liabilities and expenses) তে প্রদর্শিত নীট পরিসম্পদ দেয়
ম-ল্যমান (total net worth) দুই কোটি টাকার অধিক, সেইরূপ ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে---

আয়কর প্রযোজ্য এইরূপ আয়ের উপর-----প্রযোজ্য আয়করের ১০ শতাংশ।